বিএসএফ-এর আক্রমণাত্মক মিশনে ভারতের সর্বোচ্চ মহলের ছাড়পত্র ছিল

টাইমস অব ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লী হইতে সিনহুয়া ॥ গতকাল বুধবার ভারতের টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে, গত সপ্তাহে ভারতীয় সীমান্তবাহিনী বিএসএফের সদস্যরা সীমান্তের বিপরীত দিক হইতে অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার জন্য আক্রমণাত্মক টহলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা শক্তিতে ছিল চার কোম্পানীর মত। তাহাদের এই মিশনটি ছিল নির্বুদ্ধি প্রসূত। আর ইহার জন্য সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায় হইতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

নয়াদিল্লীর বিএসএফ সূত্রের বরাত দিয়া টাইমস অফ ইন্ডিয়া এ খবর পরিবেশন করে। খবরে বলা হয় বিডিআর কর্তৃক পাদুয়ায় ৪৮ ঘন্টাকাল অবস্থানের ঘটনার প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তড়িঘড়ি করিয়া এই অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। মিশন ছিল, বড়াইবাড়িতে বিডিআরের একটি সীমান্ত চৌকি দখল করিয়া সেখানকার বাড়িঘর ধ্বংস করা।

পরে বিএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সীমান্ত এলাকায় সফরে গিয়া পরম বিস্ময়ে দেখিতে পান জলমগ্ন ধানক্ষেতের মাঝে অবস্থিত ঐ ফাঁড়িতে অবস্থিত ও আক্রমণ অভিযানের জন্য একান্তই অনুপযোগী। টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রসঙ্গত মন্তব্য করে যে, বড়াইবাড়ির আধিবাসীরা ভারতের প্রতি বৈরি বিধায় তাহাদের বাড়ীঘর ভাঙ্গার এই খেলা বিশেষ করিয়াই নির্বোধের কাম হইয়াছে।

১৭ই এপ্রিল রাতে আনুমানিক ২৪০ জন বিএসএফ সদস্যের বাহিনী সীমান্ত রেখা অতিক্রম করিয়া তাহাদের অপারেশন শুরু করিলে বাংলাদেশের এক সতর্ক প্রহরীর উহা নজরে পড়িয়া যায় ও সে সকলকে আওয়াজ তুলিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দেয়। বিএসএফ কোম্পানীগুলিকে গ্রামের কিছু বাড়ীতে আগুন ধরাইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা কুড়াল হাতে তাহাদের ধাওয়া করে। অস্ত্র লইয়া পানিতে ডোবা ধানক্ষেতে ঘাপটি নিয়া থাকিতে গিয়া বিএসএফ সদস্যদের বন্দুক জ্যাম হইয়া যায়। তখন বর্ষিত গুলীতে আমাদের ছেলেরা ঝামরা হইয়া যায়।

এ ঘটনার রিপোর্ট নয়াদিল্লীতে পৌঁছিলে পত্রিকাটির বর্ণনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার পঙ্গু হইয়া পড়ে।

১৮ই এপ্রিল বিডিআর প্রধান ফজলুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বিএসএফ-এর ৩০০ সদস্য হামলা চালায়। এই সংঘর্ষে বিএসএফ-এর ১৬ জন ও ২ জন বিডিআর সদস্য প্রাণ হারায়। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে ইহা স্বীকার করিলেও বিএসএফ-এর কর্তারা বলেন তাহাদের ১৮ জন সদস্য নিখোঁজ রহিয়াছে।

হরতাল ও মানুষ হত্যার রাজনীতি ছাড়িয়া নির্বাচনের পথে আসুন

প্রধানমন্ত্রী

শফিকুর রহমান, শরিয়তপুর হইতে ফিরিয়া ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল চাঁদপুর-শরিয়তপুরের মধ্যে পদ্মায় ফেরি সার্ভিসের উদ্বোধন করিবার পর শরিয়তপুর ও দক্ষিণ বাংলায় তিনটি বিশাল জনসমাবেশে ভাষণদানকালে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকায় ভোট দিয়া আরেকবার দেশসেবার সুযোগদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন, দেশবাসী যতবার নৌকায় ভোট দিয়াছে ততবারই জাতির জন্য বিরাট অর্জন আনিয়া দিয়াছে।

আপনারা ১৯৭০ সালে নৌকায় ভোট দিয়াছিলেন, আওয়ামী লীগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অর্জন বাঙালীর স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছে। আপনারা ১৯৯৬ সালে নৌকায় ভোট দিয়াছেন, আমরা বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছি, যাহা একবিংশ শতাব্দীর আরেকটি বড় অর্জন; আগামী নির্বাচনেও আমরা নৌকায় আপনাদের ভোট চাই, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা গড়িয়া তুলিব।

প্রধানমন্ত্রী এইসব সমাবেশে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে হরতাল, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি, বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যার রাজনীতি পরিহার করিয়া নির্বাচনের পথে আসার আহ্বান জানাইয়া বলেন, সাম্প্রতিককালে আপনারা রাজনীতির নামে যাহা করিতেছেন ইহা কোন রাজনীতি নয়, বরং ইহাতে সাধারণ মানুষই দুর্ভোগ পোহাইতেছে। প্রধানমন্ত্রী বিএনপি'র নেত্রীর সহিত জোট বাঁধিয়া একাত্তরের পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার-আলবদর-আলশামস-এর সাম্প্রতিককালে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও হত্যা, চট্টগ্রামে ভ্রাশফায়ার করিয়া ছাত্রলীগ নেতাদের হত্যা, পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও ৯ জনকে হত্যার নৃশংসতা তুলিয়া ধরিয়া বলেন, এই অপশক্তি স্বাধীনতা-গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তাহারা পবিত্র ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কাজ করিতেছে, বোমা মারিয়া গরীব রিকশাচালক, ভ্যানচালক, বেবীট্যাক্সি চালককে হত্যা করিতেছে, বাসে বোমা মারিয়া যাত্রীদের হত্যা করিতেছে, পথচারীদের হত্যা করিতেছে, এমনকি মসজিদে নিয়া পুলিশ হত্যা করিতেছে, মসজিদে বোমা-অস্ত্র-ইট রাখিয়া পুলিশের উপর হামলা করিতেছে। আমি দেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীসহ দেশবাসী সকলকে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইতেছি। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের প্রতিও আমার আহ্বান, আপনারা সবসময় মসজিদে নামাজ আদায় করিবেন এবং কেহ যাহাতে পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারে, পরচর্চা-পরনিন্দা করার সুযোগ না পায়, আপনারা সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ইসলাম পবিত্র ধর্ম, শান্তির ধর্ম, অথচ ঐ স্বাধীনতা বিরোধী গোলাম আযমের দল, রাজাকার-আলবদররা ইসলামের নামে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাইয়া ইসলামকে 'সন্ত্রাসী ধর্ম' হিসাবে বহির্বিশ্বে পরিচিত করাইতে চাহিতেছে। আমরা তাহা হইতে দিব না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সকালে হেলিকপ্টারযোগে প্রথমেই চাঁদপুরের বিপরীতে শরিয়তপুর গমন করিয়া চাঁদপুর-শরিয়তপুর ফেরি সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। শরিয়তপুরের সখিপুর উপজেলার তারাবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে ভাষণদানশেষে হেলিকপ্টারযোগে নোয়াখালীর চর মহিউদ্দিনে স্থাপিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধিবাসীদের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও পরে এখানে দ্বিতীয় বিশাল জনসমাবেশে আশ্রয়ণবাসীদের জমির দলিল ও ঋণের টাকার চেক প্রদান ও সমাবেশে ভাষণদানশেষে পুনরায় হেলিকপ্টারযোগে বেগমগঞ্জ যান এবং সেখান হইতে সড়কপথে কবিরহাট গমন করেন ও এখানে কবিরহাট সরকারী কলেজ ময়দানে আয়োজিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ভাষণদানকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও যুব-ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের-এর পক্ষে নৌকায় ভোট প্রার্থনা করিয়া বলেন, গত নির্বাচনে আপনারা ওবায়দুল কাদেরকে ভোট দিয়াছিলেন। তাহার নেতৃত্বে আমরা বিশ্ব ক্রিকেট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের কাছে একটি পরিচিত নাম।

চাঁদপুর-শরিয়তপুরের মধ্যে মেঘনার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে দুইটি ফেরি সার্ভিস চালু করা হইয়াছে। যাহার একটির নাম রাখা হইয়াছে মহান রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ বরকতের নামে। সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম এবং দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের সহিত সমুদ্র বন্দর মংলা এবং খুলনা ও বরিশালের সকল জেলাসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের জেলাসমূহের মধ্যে স্বল্প দূরত্বে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেঘনা নদীতে চাঁদপুর-শরিয়তপুর রুটে এই ফেরি সার্ভিস চালু করা হইয়াছে। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরসহ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খুলনা, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ও মংলা বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার পথ কমিয়া গেল। এই ফেরিতে যাত্রী এবং পরিবহন বাস-ট্রাকও পারাপার হইবে। আগে এই রুটটি ছিল ঢাকা হইয়া, এখন ফেরি সার্ভিসের ফলে ঢাকার উপর যান চলাচলও হ্রাস পাইবে। এই সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পানি সম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, হুইপ অধ্যাপিকা খালেদা খানম, সংসদ সদস্য মাষ্টার মজিবুর রহমান, আবুল ফজল মাষ্টার, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামিম, ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী প্রমুখ।

নোয়াখালী অঞ্চলে নদীভাঙ্গা ও ছিন্নমূল ২৮৮০ পরিবারকে তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে পূনর্বাসন করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী চর মহিউদ্দিন আশ্রয়ণ প্রকল্পে আসিয়া প্রথমেই একটি বট ও একটি জাম গাছে চারা রোপণ করেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের সামনে এই গাছগুলির পাশেই বনবিভাগের নূতন লাগানো অনেক গাছের চারা দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী এখানে আশ্রয়ণবাসীদের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আশ্রায়ণবাসী পরাণ বিবি তাহার স্বামী সন্তান লইয়া হাতিয়ার 'দরিয়াভাঙ্গা' এলাকা হইতে এখানে আশ্রয় নিয়াছে। তিনি জানান, এখানে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছেন, ৭০০০ টাকা ঋণ দিয়াছিল, সেই ঋণ পরিশোধ করার পর এখন আরও ১০,০০০ টাকা ঋণ দিয়াছে। পরে প্রধানমন্ত্রী আশ্রায়ণের পাশেই মাঠে আয়োজিত বিশাল জনসমাবেশে ভাষণদানের প্রাক্কালে সুরমা খাতুন, কহিনুর বেগম, ফাতেমা খাতুন, জহুরা ও জামাল উদ্দিনের হাতে জমির দলিল ও ১০ হাজার টাকার ঋণের চেক তুলিয়া দেন। প্রত্যেককে ১০ শতাংশ করিয়া জমির দলিল দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর প্রধানমন্ত্রী কবিরহাট সরকারী কলেজ ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন। এই উভয়স্থানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ও বক্তৃতা করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; হুইপ খালেদা খানম, এডভোকেট মমিনুল্যাহ, মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, খায়রুল আলম সেলিম, অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ, এডভোকেট কাজী ইকবাল হোসেন প্রমুখ। ইত্তেফাকের নোয়াখালী সংবাদদাতা আলমগীর ইউসুফ ও শরিয়তপুর সংবাদদাতা অমল কুমার দে ও চাঁদপুর সংবাদদাতা গোলাম কিবরিয়া জীবন জানান, চাঁদপুর-শরিয়তপুর ফেরি সার্ভিস চালু ও নোয়াখালী ও বেগমগঞ্জ সমাবেশে যোগদানের জন্য গতকাল ভোর হইতে হাজার হাজার মানুষ হরতাল উপেক্ষা করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। বিশেষ করিয়া বৈশাখের এই কাঠফাটা রোদে মানুষের ঢল ছিল অবর্ণনীয়। সমাবেশেগুলিতে হাজার হাজার নারী ও শিশুকে দেখা যায়। বেগমগঞ্জ হইতে কবিরহাট সড়ক পথে প্রধানমন্ত্রীর আসা-যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ ফুল ছিটাইয়া, নানান রঙের ফিতা উড়াইয়া প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানায়। চাঁদপুর-শরিয়তপুরের মধ্য ফেরি সার্ভিস চালু হওয়ায় এই দুই অঞ্চলের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত ফেরি বন্ধন রচিত হইল। পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এখানে শখিপুরের জনসভায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারাদেশে যেভাবে উন্নয়ন হইয়াছে, এই শরিয়তপুরও অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম হইয়াছে। এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবী পদ্মা সেতু নির্মাণে আপনি ইতিমধ্যেই অনেকখানি আগাইয়াছেন, তবুও এ অঞ্চলে মানুষের দাবী আগামী বাজেটে যেন বিষয়টি স্থান পায় এবং কাজ শুরু হয়। সখিপুরে বক্তৃতাকালে নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম বলেন, চাঁদপুর-শরিয়তপুরের মধ্যে যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের। কিন্তু এখানে কোন ফেরি ছিল না। এই ফেরি বন্ধন আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করিল।

কবিরহাটের জনসমাবেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, এই নোয়াখালী অঞ্চল অবহেলিত ছিল, এখানে জনগণ উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দেখিয়াছে কিন্তু জনগণের কোন উন্নয়ন হয় নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আপনি ৪ বৎসর ১০ মাসে যে উন্নয়ন করিয়াছেন, সে জন্য নোয়াখালীবাসী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।